বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কাহিনী অবলম্বনে
প্রদীপ পিকচার্সের
মেল গোবিন্দের কড়চা

প্রদীপ পিকচার্স নিবেদিত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

দোল গোবিন্দের কড়্চা

প্রযোজনা: প্রলয় দত্ত ॥ দীপক গুপ্ত ॥ পরিচালনা: সারথী

সঙ্গীত পরিচালনা: শৈলেন মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্য ও সংলাপ: বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

গীতিকার: সুনীল বরণ, গোপাল দাশগুপ্ত
স্থির চিত্র: খুসী সোম
চিত্রগ্রহণ: দিলীপ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা: রমেশ যোশী
শিল্প-নির্দ্দেশে: বিজয় বসু
শব্দগ্রহণ: বাণী দত্ত
সংগীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা: শ্যামসুন্দর ঘোষ
প্রধান কর্মসচিব: প্রলয় দত্ত
রূপসজ্জা: গোপাল হালদার
উপদেষ্টা: মদন পাঠক

প্রচার-পরিকল্পনা: রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ সহকারী: পিন্টু দত্ত
প্রচার শিল্পী: আর্টিকো ॥ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
পরিচয় লিখন: দিগেন ষ্টুডিও
সাজসজ্জা: দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
রসায়নাগার: অবণী রায় ॥ তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী ॥ রবি ব্যানার্জী
নেপথ্যকণ্ঠে: আরতি মুখোপাধ্যায় ॥ নির্মলা মিশ্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতী মুখোপাধ্যায় ॥

আলোক সম্পাতে: হরেন গাঙ্গুলী ॥ অভিমন্যু দাস ॥ সুধীর সরকার ॥ অবনী নস্কর ॥ সুদর্শন দাস ॥ দুখী অধিকারী ॥ সন্তোষ সরকার ॥ সুনীল দাস (মারু)

সহকারীবৃন্দ:

চিত্র গ্রহণে: গৌর কর্মকার ॥ শক্তি ব্যানার্জী। কেষ্ট মণ্ডল। সঙ্গীতে: অশোক নাথ দে ॥ চন্দ্রকান্ত শীল। সম্পাদনায়: অশোক ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণে: ঋষি ব্যানার্জী। পাঁচু গোপাল মণ্ডল। সংগীত ও শব্দ পুনর্যোজনায়: জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ ভোলা সরকার। এ্যাডেল ব্যবস্থাপনায়: সতীশ দাস ॥ রাম স্বরূপ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: জে, এল দত্ত (নদীয়া জুট মিলস্) এস, সি, দত্ত ॥ এইচ, বি, মিত্র ॥ এস, সি, আইচ ॥ পি, পি, বোস (ফ্লোরষ্ট) ॥ পি, সি, বিশ্বাস ॥ দিলীপ সরকার ॥ আশীষতরু মুখোপাধ্যায় ॥ সুহৃদ রঞ্জন বসু ॥ সীমা দত্ত ॥ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ॥ ম্যাকলীন বেরী লিঃ ॥ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ

॥ ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ॥

বিশ্ব-পরিবেশক: দেবালী পিক্চার্স

কাহিনী

রয় এণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার পশুপতি রায় এর একমাত্র পুত্র সরিৎ রায় ফিরছে বিলেত থেকে আর ফিরছে ইউরোপে সখের সফর সমাপান্তে সুন্দরী শিক্ষিতা তন্বী কেতকী আইচ। একই জাহাজে—একই ভাবনায়, বিভোর দু'টি মন রিত্ আর কেতু—কেতকী আর সরিৎ। কল্পলোকের দু'টি মনে সুখ-সপ্নের দুদোল দোল—।

হ্যাঁ, দোল ফিরেছে—মায়ের বার্দ্ধক্যের বারাণসী থেকে, তিরাশী বছরের ঠাকুমার অন্তরের ধন—দোল গোবিন্দ। চৌকশ কাকার অব্যর্থ নিশানা আর সরিৎভগ্নী শীলার কুমারী মনের অনেক কিছু—অনেকখানি—দলু দা।

রায় থেকে 'রয়' হ'লে কি সাহেব হওয়া যায়? যায় কি মায়ের দেখা অন্নপূর্ণা পাঠশালার বিদ্যাধরীকে বাবার সাহেবী কেতায় চালাতে? কিংবা বাবার পছন্দ মাফিক কোন কেটী সোমকে মায়ের পছন্দে 'লবকুশ' ছবি দেখাতে বা "ভজগৌরাঙ্গের" কেত্তন গাওয়াতে?

দলুর মতে এ দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছুই নেই। তবে, ধীরে--রজনী ধীরে। শুধু দোলগোবিন্দকে দলুর বাবা হয়ে কোথাও দলুকে তার প্রিয়তম বন্ধু ডাঃ অলক রায়-এর মুখরা স্ত্রী বাসবীর কলঙ্কশাস্ত্রী হস্তরেখা বিশারদ জ্যোতিষ কাকা; কোথাও বা চৌকশ কাকার ভগ্নীপতি সেজে ষাঁড়ের গুঁতোর তাড়নায় ছুটোছুটি করতে হবে মাত্র

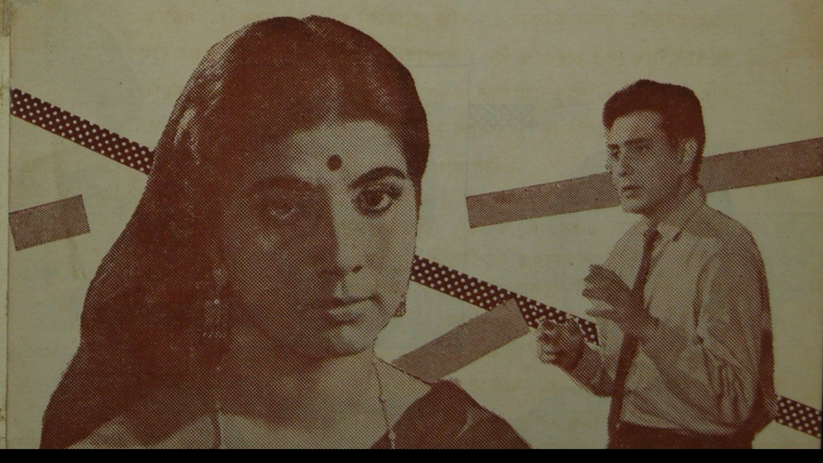

ভাগ্যচক্রে রাহু কেতুর প্রবল কোপে দুর্যোগের ঘনঘটা — কর্মযোগের সম্ভাবনায় কেতকী আইচ হলেন স্থবর্ণা চৌধুরী, স্থবর্ণা হ'লেন আন্নাকালী। আন্নাকালীর নামকীর্ত্তনে মুগ্ধ হলেন বরদা সুন্দরী আর কর্মযোগের বিরাট সাফল্যের প্রতীক হ'লো মাছের চপ্, ফলে অফিসের ষ্টেনো স্থবর্ণা চৌধুরী অন্দরে পা বাড়ালেন পশুপতি রায়ের প্রশংসাপত্র নিয়ে। এবার মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্নাকালী আর স্থবর্ণা চৌধুরী। বেচারী কেতকী আইচ!

কোথায় রামার মা আর কোথায় রামচন্দ্রের মা! কোথায় স্থবর্ণা চৌধুরী আর কোথায় আন্নাকালী! এযুগে এসব আন্নাকালী শুধু লজ্জারই নয়—অচল।

কিন্তু অচল ও সচল হ'য়ে উঠলো দোল গোবিন্দের দোদোল দোলে। ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে প্রাণান্ত জ্যোতিষ কাকা এসে ওঠলেন কেতকী আইচের আশ্রয়ে—যেখানে সরিৎ-স্থবর্ণা আঁত্কে উঠলো চৌকশ কাকার আবির্ভাবে; ভগ্নীপতির পরিচয় পেয়ে লজ্জায় এতোটুকু হয়ে গেল শীলা রায়।

হ্যাঁ রায় দিয়েছেন সরিৎ আন্নাকালীর শুভ-মিলনে পশুপতি রায়। আশীর্বাদ হ'লো সরিৎ-কেতকী, রিত্-কেতু, স্থবর্ণা-সরিৎ আর সরিৎ-আন্নাকালীর।

শীলার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলো দলু, কিন্তু চৌকশ কাকার অব্যর্থ নিশানা। এই আনন্দের দিনে যদি মাংস না খাও—নিদেন একটু ঝোল খেয়ে যাও দোলগোবিন্দ। চৌকশ কাকা নামটা যে তুমিই রেখেছিলে?

দোল গোবিন্দের কড়্চা-র শেষে কিছু খরচা করে চৌকশ কাকার কীর্ত্তিটা ও দেখে যাবেন..........

—: সঙ্গীত :—

কথা | স্থনীল বরণ

(১)

কি কথা গোপনে এমন লগনে
দুষ্টু ভ্রমর বলে
তাই কি মরমে সরমে সরমে
লুকোচুরি খেলা চলে।
এ কোন্ খুশির ছোঁয়া আমার প্রাণে
একটু দোলা দিলো
এ কোন্ বৃষ্টি ধোয়া মিষ্টি হাওয়া
আমায় ডেকে নিলো।

তাই কি জোনাকি সোহাগে আবেগে
চুপি চুপি দূরে জ্বলে।
কেন হারাই নিজেরি মনে
প্রথম দেখা আলোর নিমন্ত্রনে
এ কোন্ আকাশ-পাওয়া পাগল নেশা
আমার চোখে এলো
এ কোন্ ভাবিয়ে রাখা প্রহরগুলো
ছন্দ খুঁজে পেলো।
তাই কি গানেরি স্থরেতে স্থরেতে
তারে চাই খেলা ছলে

(২)

কথা । গোপাল দাসগুপ্ত

তোমার গানে ভুবন দোলে
হৃদয় ভোলে সীমা
আমার ভাবতে ভালো লাগে মাগো
তুমি যে আমারি মা।
চোখের আলো ভরল দিশি
ঘুম হারালো সপ্ত ঋষি
চরণ রাগের আভাস-রাঙা
আকাশের নীলিমা
আমার ভাবতে ভালো লাগে মাগো
তুমি যে আমারি মা।
তোমার ছোঁয়া সোনার কাঠি
সুপ্তির দুয়ারে
প্রাণ ঝরনার বন্যা আনে
কুল ভাঙা জোয়ারে
গোপন পথে আপন তুমি
স্বপন হয়ে যাও যে চুমি
লুকিয়ে আঁকো বুকের পরে
মুরতি মধুরিমা
আমার ভাবতে ভালো লাগে মাগো
তুমি যে যে আমারি মা।

(৩)

কথা । সুনীল বরণ

যদি কাছে ডাকো
কথা দিতে পারি
দুজনের এই দেখা
লেখা রবে মনে মনে।
কি জানি কখন আমার এ মন
তোমায় পেয়ে হারিয়ে গেল
সহসা এখন তাইতো হৃদয়
ক্ষনিক ঝড়ে এলো মেলো
মনে হলো ক্ষনে ক্ষনে
লেখা রবে মনে মনে।
জানি না কিছুই কোথায় যাবো
ভাবি যে তাই সারা বেলা
দূরের আকাশ চোখের তিমিরে
শুধুই করে আলোর খেলা
এ কি খেলা অকারণে
লেখা রবে মনে মনে
আ······আ—আ
যদি কাছে ডাকো
কথা দিতে পারি
দুজনের এই দেখা
লেখা রবে মনে মনে।

(৪)

কথা । সুনীল বরণ

আ ···············আ··········
না না না ব'লো না সহেলী
কি যে করি
মন রয় না ঘরে
বোঝো না কেন সে তো রয় মনে
পিয়াসী মরু কেন চোখের কোণে।
ভেবে যদি সারা হও স'রে থেকো না
থেকো না থেকো না থেকো না।
না না না·············বোলো না
স-জ্ঞ—ম ম-দ-ন

স জ্ঞ ম জ্ঞ ম দ মদন দনর্স
র্ম আ ম জ্ঞ র্স ন র্জ্ঞ আ র্জ্ঞ র্স নদ
র্স আ র্স ন দ ম
স-জ্ঞম জ্ঞ-ম৲ ম-দন দ-ন-র্স
নি-ই দম জ্ঞ স
জ্ঞ ম দ ন র্স জ্ঞ ম দ ন র্স জ্ঞ ম দ র্স
যেও না ভুলে যদি সে ভোলে
বিরহ কাঁদায় শুধু নিরবে জলে। হায়
অভিমানে মিছে মান মনে রেখো না
রেখো না রেখো না রেখো না।

চরিত্র-চিত্রণে

রবি ঘোষ ॥ শ্রাবণী বসু ॥ সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যা রাও। পদ্মা দেবী ॥ সীতা মুখার্জী
সুব্রতা চ্যাটার্জী ॥ তরুণ কুমার ॥ শৈলেন মুখার্জী
প্রলয় দত্ত ॥ অশোক মুখার্জি
অরুণ চৌধুরী। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধন সেনগুপ্ত ॥ অমল রায়চৌধুরী
গোপী চক্রবর্ত্তি ॥ ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়
বিনয় দত্ত ॥ সূর্য্য চ্যাটার্জী।
অমল মৈত্র। শক্তি চক্রবর্তি
মলয় দত্ত ॥ নিরঞ্জন। সতীশ
বিমল। সুবল ॥ সুকুমার
হাসি। বাবলু ॥ সরোজ দাস

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য ও

সুশীল মজুমদার

পরিবেশনা : দেবালী পিকচার্স (কলিকাতা ব্যতীত)

দেবালী পিকচার্স, ৪৩, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ ১৩ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।